কাছে—**মধুকর কালো, চোখের তারা কালো**; প্রজাপতি অসার্থক, কারণ চোখের চাঞ্চল্য মানে ছানিপড়া চোখের পিটপিট করা নয়।

'**প্রতিবিম্ব**' মানে কি? সাধারণ আলোচনায় ব'লে এসেছি বিম্ব, প্রতিবিম্ব দুইয়েরই এক অর্থ—সদৃশ বস্তু। কিন্তু **'বিম্ব' মানে কোনো-কিছুর সদৃশ এবং 'প্রতিবিম্ব' মানে বিম্বের বিম্ব অর্থাৎ সদৃশের সদৃশ অলঙ্কারসূত্রে এই কথাটা প্রথম শুনলাম সাহিত্যদর্পণের ব্যাখ্যাকার রামতর্কবাগীশ (১৭০০ খৃঃ) মশায়ের** মুখে। তিনি বললেন—প্রতিবিম্ব হ'ল **"বিম্বস্য সদৃশস্য অনুবিম্বত্বম্।"** একদিকে জটিলতা বেড়ে গেল বটে, তবে লাভের ঘরও একেবারে শূন্য থাকল না। **বিম্ব স্বয়ং যার সদৃশ, সেই বস্তুটি কি?** দেখা যাচ্ছে যে শুধু বিম্ব প্রতিবিম্ব নয়, আরও একটি আছে—(i) একটা **অজ্ঞাত** কিছু, (ii) এই **অজ্ঞাতের** সদৃশ **বিম্ব,** (iii) এই **বিম্বের** সদৃশ **প্রতিবিম্ব**। প্রথমটি থাকে দূরে গোপনে আবিষ্কৃত হওয়ার প্রতীক্ষায়; ইনিই আমাদের স্থূলাক্ষর প্রশ্নের **'বস্তু'**। এই মূলটি যতক্ষণ না চোখে পড়বে, ততক্ষণ দ্বিতীয়-তৃতীয়কে বিম্বপ্রতিবিম্ব ব'লে চেনা যাবে না। আমাদের আগের অনুচ্ছেদের 'কালো' হ'ল প্রথম, 'নয়ন' দ্বিতীয়, 'মধুকর' তৃতীয় অর্থাৎ 'কালো'র বিম্ব নয়ন, নয়নের অনুবিম্ব (প্রতিবিম্ব) মধুকর। বেশ লাগছে; কিন্তু···। কিন্তু জটিল সমস্যা এই যে নিজের বিম্ব ফেলতে পারে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু; কালোত্ব গুণ, তার তো বিম্ব সম্ভব নয়। তবে? তবে আর কি? অবাঙ্‌মানসগোচরং ব্রহ্ম যদি বিম্ব বা প্রতিবিম্ব ফেলতে পারেন, 'কালোত্ব' পারবে না কেন? বেদান্তে ব্রহ্মের বিম্বপ্রতিবিম্ব যেমন **ঔপচারিক**, কালোত্বেরও তাই—শুধু কল্পনা। ধ'রে নেওয়া যাক, ভাবসত্তা আশ্রয়হীন কালো **যেন** আপনাকে রূপায়িত করছে **চোখের তারার** আশ্রয়ে, এরই আবার সদৃশ রূপায়ণ জাগছে **মধুকরে**—বিম্ব প্রতিবিম্ব।

১২। সমাসোক্তি

প্রস্তুতের উপর অপ্রস্তুতের **ব্যবহার** আরোপিত হ'লে হয় **সমাসোক্তি** অলঙ্কার।

(প্রস্তুত, প্রকৃত, প্রাকরণিক, বিষয় প্রভৃতি সমপর্য্যায় শব্দ)

'রূপক' এবং 'সমাসোক্তি' দুটিতেই রয়েছে প্রস্তুতের উপর **আরোপের** কথা। পার্থক্য এই যে **রূপকে** আরোপিত হয় **অপ্রস্তুত স্বয়ং** আর **সমাসোক্তিতে**

অপ্রস্তুতের শুধু ব্যবহার; রূপকে অপ্রস্তুত আপন রূপের আরোপে প্রস্তুতের রূপটিকে করে আচ্ছন্ন আর সমাসোক্তিতে অপ্রস্তুত আপন রূপটি ঢেকে রেখে প্রস্তুতের উপর শুধু নিজের ব্যবহারটুকু আরোপ ক'রে প্রস্তুতকে দান করে মধুর বৈশিষ্ট্য।

সমাসোক্তিতে প্রস্তুতটি বাচ্য, অপ্রস্তুতটি প্রতীয়মান। আরোপিত ব্যবহার থেকে হয় অপ্রস্তুতের প্রতীতি।

'ব্যবহার' মানে আচরণ, স্বভাব (behaviour, nature) ইত্যাদি। কিন্তু এইটুকুর মধ্যেই যে 'ব্যবহার' সীমাবদ্ধ নয়, একটু পরেই তা দেখা যাবে।

আলঙ্কারিক পরিভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় ব্যবহার-আরোপ ঘটে প্রস্তুত অপ্রস্তুত দুপক্ষেই সমভাবে প্রযোজ্য এমন কার্য্য, লিঙ্গ আর **বিশেষণের** প্রয়োগে। উদাহরণের পথে চলি—

(i) 'তটিনী চলেছে অভিসারে'—শ. চ.

এখানে, 'অভিসার' **কার্য্যটি** হ'তে হচ্ছে অপ্রস্তুত নায়িকার প্রতীতি অর্থাৎ নায়িকার অভিসারক্রিয়াটি অচেতনা তটিনীর উপর আরোপিত হওয়ায় এর থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে তটিনী নায়িকা।

(ii) 'জগৎ ভ্রমিয়া শেষে
সন্ধ্যার পাশে তপন দাঁড়াল এসে।'—শ. চ.

এখানে, ব্যাকরণগত **লিঙ্গ**বিচারে তপন-সন্ধ্যা পুরুষ-নারী; এর থেকে প্রতীয়মান তপন-সন্ধ্যা নায়ক-নায়িকা।

(iii) 'দেখিলাম কালবৈশাখীর
ভ্রূকুটিকুটিল কালো কঠোর কাঠিন্যভরা মুখ।'—শ. চ.

এখানে, 'ভ্রূকুটি' থেকে 'মুখ' পর্য্যন্ত সবটাই 'কালবৈশাখী'র **বিশেষণ**। এ বিশেষণ ব্যাকরণমতের বিশেষণপদ নয়, 'কালবৈশাখী'কে **বৈশিষ্ট্য** দান করেছে ব'লে বিশেষণ (এমনি বিশেষণ 'একাবলী' অলঙ্কারে পাব। "গাছে গাছে ফুল……" উদাহরণব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। এই বিশেষণ থেকে প্রতীতি হচ্ছে যে কবি (প্রস্তুত) কালবৈশাখীকে (অপ্রস্তুত) হিংসাপরায়ণা কোপন-স্বভাবা রমণী ব'লে কল্পনা করেছেন।

মন্তব্য: (ii)-চিহ্নিত উদাহরণটিতে লিঙ্গবিচার করেছি সংস্কৃত-অলঙ্কারিকদের মতে ব্যাকরণের পথে। আধুনিক ভাষায় সাহিত্যের অলঙ্কারে লিঙ্গবিচার সর্ব্বত্র এইভাবে চলে না। ব্যাকরণের দিকে দৃষ্টি রাখতে গেলে বিদ্যাপতি ক্লীবলিঙ্গ বস্ত্রের উপর নায়কব্যবহার আরোপিত ক'রে সমাসোক্তি

করতে পারতেন না ("ও মুকি করতহি..... "একটু পরেই দেখা যাবে), মধুকবি ক্লীবলিঙ্গ 'কমল'-কে দিয়ে গ্রাস করিয়ে সীতার অতিশয়োক্তি করতে পারতেন না ("রঘুকুলকমলেরে"), রবীন্দ্রনাথ পুংলিঙ্গ সমুদ্রের উপর মাতৃত্ব আরোপ ক'রে— "হে আদি জননী সিন্ধু....." ব'লে রূপক করতে পারতেন না।

ব্যবহার-আরোপ হয় এইভাবে :

(ক) **লৌকিক বস্তুর উপর লৌকিক বস্তুর ব্যবহার-আরোপ—**

(উপরের তিনটি উদাহরণই এই লক্ষণাক্রান্ত।)

(iv) "ও মুকি করতহি দেহা।
অবহুঁ ছোডব মোহি তেজব নেহা॥
ঐসন রস নহি পাওঅব আরা।
ইথে লাগি রোএ গলএ জলধারা॥" —বিদ্যাপতি।

বাঙলায় অনুবাদ ক'রে দিলাম :—

রাধার বসন লুকাইতে চায় দেহে—
এখনি ছাড়িবে বঞ্চিত হব স্নেহে,
এইমত রস নাহি যে পাইব আর,
তাই সে কাঁদিছে গলিছে সলিলধার।

—শ্রীমতী স্নান ক'রে উঠেছেন। সিক্ত বসন তাঁর অঙ্গে লেপ্টে লেগে আছে এবং তার থেকে ঝরছে জলধারা। কবি বলছেন, রাধা এখনি ভিজে কাপড় ছেড়ে ফেলবেন, কাপড়খানি তাই তাঁর অঙ্গে লুকিয়ে পড়তে চাইছে ; রাধার স্নেহে সে বঞ্চিত হবে, শ্রীঅঙ্গের স্পর্শরস ভোগ সে করতে পাবে না এই বেদনায় সে কাঁদছে ব'লে তার অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ছে। প্রস্তুত বসনের উপর অপ্রস্তুত নায়কের ব্যবহার আরোপিত হয়েছে। অতএব অলঙ্কার সমাসোক্তি। (ও=সিক্তবাস)।

লক্ষণীয় : আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের ভাবানুষঙ্গই এইজাতীয় সমাসোক্তির উপাদান। **'লৌকিক'** কথাটার সার্থকতা এইখানে।

(v) "ত্বরিত পদে চলেছে গেহে,
সিক্ত বাস লিপ্ত দেহে
যৌবন-লাবণ্য যেন লইতে চাহে কেড়ে।" —রবীন্দ্রনাথ।

—সদ্যঃস্নাতা সুন্দরীর সিক্ত বসনখানি দেহে তার এমনভাবে লেপ্টে লেগে আছে যেন তার যৌবনলাবণ্যটুকু নিঃশেষে কেড়ে নিতে চায়। অলঙ্কারব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ। বিদ্যাপতির কবিতাটিই সুন্দরতর।

(vi) "রাত্রি গভীর হ'লো,
ঝিল্লীমুখর স্তব্ধ পল্লী, তোলো গো যন্ত্র তোলো।
ঠকা ঠাঁই ঠাঁই কাঁদিছে নেহাই, আগুন ঢুলিছে ঘুমে,
শ্রান্ত শাঁড়াসি ক্লান্ত ওষ্ঠে আলগোছে ছেনি চুমে,
দেখ গো হোথায় হাফর হাঁফায়, হাতুড়ি মাগিছে ছুটি"—যতীন্দ্রনাথ।

—কামারের হাতে ভোর থেকে এরা কাজ আরম্ভ করেছে। এখন গভীর রাত, এরা আর পারছে না। নেহাই, আগুন, শাঁড়াসি, হাফর, হাতুড়ি সকলেরই উপর ক্লান্ত শ্রমিকের ব্যবহার আরোপিত হয়েছে।

(vii) "ঘুরে ঘুরে ঘুম্‌তী চলে ঠুম্‌রী তালে ঢেউ তোলে!
বেলচামেলীর চুম্‌কিচুলে, ফুলেল হাওয়ায় চোখ ঢোলে!"
—সত্যেন্দ্রনাথ।

—ঘুম্‌তী নদীতে আরোপিত হয়েছে নর্ত্তকীর ব্যবহার।

(viii) "নয়নে তব, হে রাক্ষসপুরি,
অশ্রুবিন্দু; মুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি;
ভূতলে পড়িয়া হায় রতন-মুকুট
তোমার··· " —মধুসূদন।

—শোকতপ্তা নারীর ব্যবহার লঙ্কাপুরীর উপর আরোপিত হয়েছে।

(ix) "চাহিয়া ঈর্ষ্যার দৃষ্টি স্ফুটমান কুমুদের পানে
পরিপাণ্ডু পদ্মদল মুদে আঁখি রুদ্ধ অভিমানে।" —যতীন্দ্রমোহন।

—নায়কসঙ্গসুখবঞ্চিত নায়িকার ব্যবহার পদ্মদলে আরোপিত হয়েছে।

(x) "শুনিতেছি আজো আমি প্রাতে উঠিয়াই
'আয় আয়' কাঁদিতেছে তেমনি সানাই।" —নজরুল ইস্‌লাম।

(xi) "বসুন্ধরা বসিয়া আছেন এলোচুলে
দূরব্যাপী শস্যক্ষেত্রে জাহ্নবীর কূলে
একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য-অঞ্চল
বক্ষে টানি দিয়া; স্থির নয়নযুগল
দূর নীলাম্বরে মগ্ন; মুখে নাহি বাণী।" —রবীন্দ্রনাথ।

(xii) "বসুন্ধরা, দিবসের কর্ম্ম-অবসানে,
দিনান্তের বেড়াটি ধরিয়া, আছে চাহি
দিগন্তের পানে।" —রবীন্দ্রনাথ।

(xiii) "বাতাসে শ্বসি বেতসীবন হতাশে মরে হুতাশ মন"
—কালিদাস।

(xiv) "বেলচামেলীমল্লীহেনাযূথী
এদের মুখে সঞ্চিত যে সুধা,
শোনাই যদি একটুখানিক স্তুতি
পিয়ায় মোরে মিটায় আমার ক্ষুধা ;
গোলাপ হ'ল দুর্লভাদের দলে…" —শ্যামাপদ।

(xv) "এমনি সাঁঝে আমার প্রিয়া
যে'তো ছোটো কলসীটিকে কোমল তাহার কক্ষে নিয়া ;
সোহাগে জল উথলে উঠি পড়তো প্রিয়ার বক্ষে লুটি"
—কুমুদরঞ্জন।

(xvi) "কার এত দিব্যজ্ঞান,
কে বলিতে পারে মোরে নিশ্চয় প্রমাণ—
পূর্ব্বজন্মে নারীরূপে ছিলে কিনা তুমি
আমারি জীবনবনে সৌন্দর্য্যে কুসুমি'
প্রণয়ে বিকশি ?" —রবীন্দ্রনাথ।

—এ উদাহরণটির বৈশিষ্ট্য এই যে এখানে **মানসসুন্দরী**র উপর **লতার** ব্যবহার আরোপিত হয়েছে।

(xvii) "অপলক নেত্র তার আলোকসুষমা
গণ্ডুষে সাগরসম করিল নিঃশেষ।" —মোহিতলাল।

—'নেত্রে' **অগস্ত্যের** ব্যবহার আরোপিত হয়েছে।

(xviii) "সুন্দরী,
সুন্দর তোমার দেহ **গণ্ডুষে** লইব পান করি।" —বুদ্ধদেব।

—এখানেও **উহ্য** '**আমি**'-র উপর **অগস্ত্য**-ব্যবহার আরোপিত হয়েছে।

(খ) **লৌকিক বস্তুর উপর শাস্ত্রীয় বস্তুর ব্যবহার-আরোপ—**

(xix) "ক্রিয়াহীন কর্ত্তা আজি আমি এ জগতে ;
কর্ম্ম ভাই চারিজন ;
কর্ত্তা-কর্ম্মে করি যোগ, ক্রিয়া হ'য়ে তুমি
সংসার-ধর্ম্মের মন্ত্র করিও রচনা।" —অমৃতলাল।